*** ১) প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গপরিমাণবচনমাত্রে প্রথমা (২/৩/৪৬) আলোচ্য সূত্রটির ব্যাখ্যা কর। অথবা

প্রাতিপদিক বলতে কী বোঝ, প্রাতিপদিক অর্থে কোন বিভক্তি হয় আলোচনা কর। অথবা নিয়তোপস্থিতিকঃ প্রাতিপদিকার্থঃ অথবা প্রথমা বিভক্তি বিধায়ক সূত্রটি কী আলোচনা কর।

⇒ মহর্ষি পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে আলোচ্য সূত্রটি দৃষ্ট হয়।

■ আলোচ্য সূত্রটির অর্থ হল — "প্রাতিপদিকার্থমাত্রে, লিঙ্গমাত্রাধিক্যে, পরিমাণমাত্রাধিক্যে ও বচনমাত্রে প্রথমা বিভক্তি হয়"। এই সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বরদরাজ 'লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী' গ্রন্থে বলেছেন — "নিয়তোপস্থিতিকঃ প্রাতিপদিকার্থঃ। মাত্রশব্দস্য প্রত্যেকং যোগঃ। প্রাতিপদিকার্থমাত্রে, লিঙ্গমাত্রাদ্যাধিক্যে পরিমাণমাত্রে সংখ্যামাত্রে চ প্রথমা স্যাৎ।"

নিয়ত কথার অর্থ নিশ্চিত উপস্থিতি = প্রাপ্তি বা স্মরণ। প্রাতিপদিক সুবন্ত পদের প্রকৃতিকে প্রাতিপদিক বলে। কোনো প্রাতিপদিক উচ্চারিত হলে নিশ্চিতভাবে যে অর্থটি স্মৃতি পথে উপস্থিত হয়, তাই প্রাতিপদিকার্থ। প্রাতিপদিকস্য অর্থঃ = প্রাতিপদিকার্থঃ। প্রাতিপদিক শব্দের ব্যুৎপত্তি হল — প্রতিপদ + ঠক্। প্রতিপদং গৃহ্ণাতীতি প্রাতিপদিকম্। অর্থাৎ প্রতিটি সুবন্তপদে অবস্থিত থাকায় সুবন্তপদের প্রকৃতিকে প্রাতিপদিক বলা হয়। অর্থযুক্ত শব্দকে প্রাতিপদিক বলে।

■ মহর্ষি পাণিনি তাঁর 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থে প্রাতিপদিকের সংজ্ঞা দুটি সূত্রের দ্বারা উল্লেখ করেছেন —

১— "অর্থবদধাতুরপ্রত্যয়ঃ প্রাতিপদিকম্"

২— "কৃত্তদ্ধিতসমাসাশ্চ",

∴ অর্থবিশিষ্ট পদ যদি ধাতু ও প্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে থাকে তাহলে তাকে প্রাতিপদিক বলা হয়। অন্য লক্ষণানুসারে কৃদন্ত প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন পদ, তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত পদ এবং সমাস পদগুলিকেও প্রাতিপদিক বলা হয়।

বার্তিককার কাত্যায়ন প্রাতিপদিকের সংজ্ঞা করেছেন — "নিপাতস্য অনর্থকস্য প্রাতিপদিকসংজ্ঞা বক্তব্যা",

অর্থাৎ নিপাত জাতীয় অব্যয় গুলি যথা — প্র, পরা, অপ, সম্,

Scanned with CamScanner

ইত্যাদি অর্থহীন হলেও প্রাতিপদিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। বরদরাজ লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থে প্রাতিপদিকার্থের সংজ্ঞা নিরূপণ করে বলেছেন — "নিয়তোপস্থিতিকঃ প্রাতিপদিকার্থঃ।" "পদং পদং প্রতিপদকং, প্রতিপদে ভবং প্রাতিপদিকং, প্রাতিপদিকস্যার্থঃ প্রাতিপদিকার্থঃ।"

অর্থাৎ নিয়মিত যে অর্থের জ্ঞান হয়ে থাকে, সেই অর্থই প্রাতিপদিক। সূত্রের প্রতিটি শব্দের সঙ্গে মাত্র শব্দের অন্বয় হয়। ফলে সম্পূর্ণ অর্থ হয় প্রাতিপদিকার্থমাত্রে, লিঙ্গমাত্রে, পরিমানমাত্রে, সংখ্যামাত্রে প্রথমা বিভক্তি হয়।

প্রাতিপদিকের উদাহরন ঃ

কৃষ্ণঃ, শ্রীঃ, জ্ঞানম্। অব্যয় পদ— উচ্চৈঃ, নীচৈঃ এইগুলি হল প্রাতিপদিকার্থের উদাহরন।

লিঙ্গের উদাহরন ঃ

প্রাতিপদিকার্থ অর্থ ব্যাতিত লিঙ্গমাত্রাধিক্যে প্রথমা বিভক্তি হয়। লিঙ্গমাত্রাধিক্যে প্রথমার উদাহরন — তটঃ, তটী, তটম্। লিঙ্গ তিন প্রকার — (i) অলিঙ্গ (ii) নিয়তলিঙ্গ (iii) অনিয়তলিঙ্গ।

পরিমানের উদাহরন ঃ

পরিমানমাত্রাধিক্যেও প্রথমা বিভক্তি হয়। পরিমানমাত্রাধিক্যে প্রথমা উদাহরন— "দ্রোণো ব্রীহিঃ"। দ্রোণো ব্রীহিঃ অর্থ হল — দ্রোণরূপ পরিমানের দ্বারা পরিমিত ব্রীহি। বর্তমানে যেমন কেজি, কুইন্টাল প্রভৃতির দ্বারা শস্য পরিমাপ করা হয় প্রাচীন কালে দ্রোনের দ্বারা শস্য পরিমাপ করা হত। "দ্রোণো ব্রীহিঃ" — এই বাক্যে দ্রোনঃ (দ্রোন + সু) এই পদের অর্থ দ্রোন পরিমিত। কিন্তু দ্রোন প্রকৃতির অর্থ যেহেতু শস্যাদি পরিমাপক কাষ্ঠময় অথবা লৌহময় পাত্র বিশেষ, অতএব 'সু' প্রত্যয়ের অর্থ হবে 'পরিমাপন'। প্রথমা বিভক্তির দ্বারা পরিমানার্থের প্রতীতি বা বোধিত হওয়ায় বাক্যস্থ 'দ্রোনঃ' পরিমানমাত্রাধিক্যে প্রথমার উদাহরন।

বচনের উদাহরন ঃ

বচনমাত্রে প্রথমা বিভক্তি হয়। বচন শব্দের অর্থ সংখ্যা। যার দ্বারা প্রাতিপদিকের সংখ্যা নির্দিষ্ট হয় তাই বচন। বচনমাত্রে প্রথমার উদাহরন হল একঃ, দ্বৌ, বহবঃ।

Scanned with CamScanner

■ এইভাবে বরদরাজ লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থে আলোচ্য সূত্রটির তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন।

— × —

২. "কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম" (১/৪/৪৯)

⇒ মহর্ষি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে আলোচ্য সূত্রটি দৃষ্ট হয়। এটি কর্মকারক বিধায়ক প্রধান সূত্র।

আলোচ্য সূত্রটিতে তিনটি পদ রয়েছে — (i) কর্তুঃ (ii) ঈপ্সিততমম্ (iii) কর্ম। এই সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বরদরাজ লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থে বলেছেন —

"কর্তুঃ ক্রিয়য়া আপ্তুমিষ্টতমং কারকং কর্মসংজ্ঞং স্যাৎ"। অর্থাৎ কর্তা ক্রিয়ার দ্বারা যাকে মুখ্য ভাবে পেতে ইচ্ছা করেন, তারই 'কর্মসংজ্ঞা' হয়। এককথায় বলা যায় কর্তার সর্বাধিক ঈপ্সিত যে কারকটি তাই 'কর্ম'।

'কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম' — এই সূত্রটি 'কারকে' এই অধিকার সূত্রের অধীনে। 'কারকে' - এই অধিকার সূত্র হতে কারক পদের অনুবৃত্তি হয়েছে এবং প্রথমান্তে তার বিপরিনাম ঘটায় সূত্রের অর্থ হয় — "কর্তার ঈপ্সিততম কারকের কর্ম সংজ্ঞা হয়"। "আপ্তুম্ ইষ্টম্ = ঈপ্সিতম্"। কর্তা যে ব্যক্তি বা বস্তুকে পেতে ইচ্ছা করেন তা ঈপ্সিত। অতিশয় ঈপ্সিত ঈপ্সিততমম্ — "অতিশয়েন ঈপ্সিতম্ ঈপ্সিততমম্" কর্তা যে বস্তুকে পেতে অতিশয় আকাঙ্খা করেন, কর্তার প্রকৃষ্ট ইচ্ছার বিষয়ীভূত সেই বস্তুটিই ঈপ্সিততম। কর্তা ক্রিয়া বা ব্যাপারের দ্বারাই বিষয়কে প্রাপ্ত হয়। তাই বৃত্তিতে বলা হয়েছে, কর্তা স্বব্যাপারের দ্বারা যে বিষয়কে প্রাপ্ত হতে অতিশয় ইচ্ছা করেন সেই কারকের কর্ম সংজ্ঞা হয়। প্রথমে ঈপ্সিততম বিষয়টির কারক সংজ্ঞা হয় এবং পরে তা কর্ম সংজ্ঞায় প্রাপ্ত হয়। যেমন — "দেবদত্তঃ অশ্বং বধ্নাতি" বাক্যে বন্ধন ক্রিয়ার উপকারক হওয়ায় অশ্ব কারক সংজ্ঞা হয়, অনন্তর বন্ধন ক্রিয়ার দ্বারা দেবদত্তের ঈপ্সিততম হওয়ায় অশ্ব কর্ম সংজ্ঞায় প্রাপ্ত হয়েছে।

নব্যরা বলেন ধাতুর দুটি অর্থ — ব্যাপার এবং ফল। ব্যাপারের আশ্রয় যে হয় সে কর্তা আর ফলের আশ্রয় যে হয় সে কর্ম। যেমন — অগ্নিসংযোগাদি ব্যাপারের আশ্রয় হওয়ায় দেবদত্ত পাক ক্রিয়ার কর্তা আর ফলের আশ্রয় হওয়ায় তণ্ডুল কর্ম — "দেবদত্তঃ তণ্ডুলান্ পচতি"।

Scanned with CamScanner

(ii) 'রাম: পুস্তকং পঠতি' এই বাক্যে 'রাম' কর্তা, 'পুস্তক' কর্ম এবং 'পঠতি' ক্রিয়া। রাম কর্তার পঠন ক্রিয়ার দ্বারা নিত্যন্ত ঈপ্সিততম হল 'পুস্তক'। সেই জন্য 'পুস্তক' কর্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছে।

(iii) এইভাবে বরদরাজ লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী' গ্রন্থে আলোচ্য সূত্রটির তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করেছেন।

—— × ——

**

3. (অকথিতং চ) অকথিতঞ্চ (১/৪/৫১)

→ মহর্ষি পানিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে আলোচ্য সূত্রটি দৃষ্ট হয়। এই সূত্রে দুটি পদ রয়েছে— (i) অকথিতং (ii) চ। আলোচ্য সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বরদরাজ 'লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী' গ্রন্থে বলেছেন —

'অপাদানাদি বিশেষৈরবিবক্ষিতং কারকং কর্মসংজ্ঞং স্যাৎ।' অর্থাৎ যদি কোনো কারকের অপাদানাদি বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা বক্তার অভিপ্রেত না হয়, তবে সেই কারকের কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

'অকথিত' শব্দের অর্থ 'অনুক্ত' বা 'অবিবক্ষিত'। কার দ্বারা বিবক্ষিত? অপাদান, সম্প্রদান, করন, অধিকরন ও কর্তা দ্বারা। অপাদান প্রভৃতি বিশেষ, অপাদানাদি, কারক বিশেষের প্রাপ্তি থাকলে যদি তাকে কারক সামান্যে বিবক্ষা/ ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে সেই কারকের কর্মসংজ্ঞা হয়। যেমন — "গোপ: গাং দুগ্ধং দোগ্ধি" — 'গোয়ালা গাভি থেকে দুধ দোহন করছে' — এই বাক্যে দোহন বা নিষ্ক্রমন অবধি(গ) হওয়ায় 'গো'র অপাদানত্ব প্রাপ্তি আছে, কিন্তু বক্তা 'গো'র বিভাগাবধিত্ব উপেক্ষা করে দোহন ক্রিয়ার সঙ্গে তার সম্বন্ধ মাত্রকে বিবক্ষা করায় 'গো'র কর্মত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।

কিন্তু কারক বিশেষের অবিবক্ষা হলেই যদি তার কর্মসংজ্ঞা হয় তাহলে কদাচিৎ নটস্য গাথাং শৃনোতি, উপাধ্যায়স্য বা: স্মরতি — প্রভৃতি বাক্যে নট, উপাধ্যায় প্রভৃতির ও কর্মসংজ্ঞা হতে পারবে, কিন্তু তা কাম্য নয়। এই জন্য নিয়ম করা হল যে বিবক্ষিত কারক মাত্রেরই কর্মসংজ্ঞা হবে না, পরন্তু 'দুহাদি' ধাতুর প্রয়োগ থাকলেই তবে অবিবক্ষিত কারকের কর্মসংজ্ঞা হবে। "গোপ: গাং" — এই বাক্যে 'দুহ' ধাতুর প্রয়োগ আছে, 'গো' কারক এবং 'দোহন' দুগ্ধের সাথে ক্রিয়ার দ্বারা যুক্ত। এই কারনেই 'গো'

Scanned with CamScanner

-র কর্মসংজ্ঞা হয়েছে এবং তাতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়েছে।

অকথিত কর্ম প্রধান কর্ম নয়, গৌণ কর্ম। এই গৌণ কর্ম সব জায়গায় হয় না। ষোলো (১৬)টি ধাতুর ক্ষেত্রে এই কর্ম হয়। বরদরাজ 'লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী' গ্রন্থে এই ১৬টি ধাতুর উল্লেখ করেছেন —

"দুহ্যাচ্-পচ্-দণ্ড-রুধি-প্রচ্ছি-চি-ব্রূ-শাসু-জি-মন্থ-মুষাম্।
কর্মযুক্ স্যাদকথিতং তথা স্যান্নীহৃকৃষ্-বহাম্॥"

এই ধাতুগুলিকে 'দুহাদি' এবং 'ন্যাদি' — এই দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে দুহ্, যাচ্, পচ্, দণ্ড, রুধি, প্রচ্ছ, চি, ব্রূ, শাস্, জি, মন্থ, মুষ্ — এই ১২টি এবং দ্বিতীয় ভাগে নী, হৃ, কৃ, বহ্ — এই চারটি ধাতু পঠিত হয়েছে। এই ১৬টি ধাতুকে দ্বিকর্মক ধাতু বলে স্বীকার করা হয়েছে। এই দুটি কর্মের মধ্যে একটি কর্ম মুখ্য, অন্য কর্মটি গৌণ। অকথিত কর্মটিই গৌণ কর্ম। প্রকৃত কর্মের লক্ষণাক্রান্ত নয় বলেই অকথিত কর্মকে গৌণ কর্ম বলা হয়।

অকথিত কর্মের উদাহরণঃ→

(i) 'দেবদত্তো গাং পয়ঃ দোগ্ধি' — 'দেবদত্ত গাভি থেকে দুগ্ধ দোহন করেছে'। এই বাক্যে কর্তা দেবদত্ত, ক্রিয়া দোগ্ধি (দুহ্ লট্ প্রথম পুরুষ একবচন)। কর্তার অভীষ্ট বস্তু পয়ঃ (দুগ্ধ/দুধ), অভীষ্ট হওয়ায় কর্মসংজ্ঞা (কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম) সূত্রানুসারে পয়ঃ কর্ম হওয়ার কথা। এখানে বক্তা 'গো'কে অপাদান রূপে না মানায় 'গো' অবিবক্ষিত হয়ে 'অকথিতং চ' সূত্রানুসারে কর্ম সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছে 'কর্মণি দ্বিতীয়া'।

(ii) 'বামনঃ বলিং যাচতে বসুধাম্' — (বামনরূপী ভগবান বলির নিকট থেকে পৃথিবী প্রার্থনা করছেন)
এই বাক্যে কর্তা 'বামনঃ' ক্রিয়া 'যাচতে' ঈপ্সিততম কর্ম 'বসুধা', অকথিত কর্ম 'বলি'। বাক্যটি হওয়ার কথা ছিল — "বলেঃ বসুধাং যাচতে"। কিন্তু কর্তার অপাদানরূপে বলার ইচ্ছা না থাকায় 'অকথিতং চ' — সূত্রানুসারে 'বলি' অকথিত কর্ম হয়েছে।

(iii) 'পাচকঃ তণ্ডুলান্ ওদনং পচতি' — (পাচক তণ্ডুলকে অন্নে পরিণত করছে)।
এই বাক্যে কর্তা পাচক, ক্রিয়া পচতি, ঈপ্সিততম কর্ম ওদন, অকথিত কর্ম 'তণ্ডুল'। এখানে 'তণ্ডুল' করণ কারক হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও বক্তার ইচ্ছা না থাকায় অবিবক্ষিত হয়ে 'তণ্ডুল অকথিতং চ' সূত্রানুসারে কর্ম হয়েছে।

এইভাবে বরদরাজ 'লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী' গ্রন্থে আলোচ্য সূত্রটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন।

Scanned with CamScanner